ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৮৬ ● কলকাতা ● ১৬ চৈত্র, ১৪৩১ ● রবিবার ● ৩০ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচনে ধুন্ধুমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কাঁথি: কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচন ঘিরে দফায় দফায় তুমুল উত্তেজনা। 'ভুয়ো' ভোটার ধরতে গিয়ে আক্রান্ত প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক অখিল গিরি। রামনগরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অদূরে পড়ে গিয়ে হাতে চোট পান। বর্তমানে চিকিৎসা চলছে তাঁর।উল্লেখ্য, কাঁথি কৃষি ও সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি শুভেন্দু অধিকারী। টানা ২৩

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

হিন্দুদের জন্য কোনও কাজ করেছেন?' লন্ডনে প্রশ্নের মুখে মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লি: গঙ্গাপাড়ের রাজনীতির আঁচ টেমসের পাড়ে। হালআমলে তো দূরের কথা, সুদূর অতীতেও কি এমন নজির বিলেতে আছে? সন্দেহ ! লন্ডনে বক্তৃতা চলাকালীন বাংলার একাধিক ইস্যু নিয়েই বক্র প্রশ্নের মুখে পড়তে হল মুখ্যমন্ত্রীকে। আর জি কর থেকে সিঙ্গুর, ভারতের অর্থনীতি থেকে হিন্দুত্ব।এখানেই শেষ নয় একযুগ আগে টাটাদের ছেড়ে যাওয়া সিঙ্গুর নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর দিকে প্রশ্ন উড়ে আসে লন্ডনে। পিছু ছাড়েনি যাদবপুর প্রসঙ্গও। এক শ্রোতা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি কী করেছেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেন,'এরকম করবেন না ভাই। এরকম করবেন না।' এভাবে হুগলি নদীর তিরের একাধিক ঘটনা ঢেউ তুলল টেমসের তীরে। আর দিনের শেষে টেমস পাড়ের ঘটনায় তপ্ত হল গঙ্গাপাড়ের রাজনীতি!নানা বিষয় উঠে এল এদিন। এমনকী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পায়ন,

এরপর ৩ পাতায়

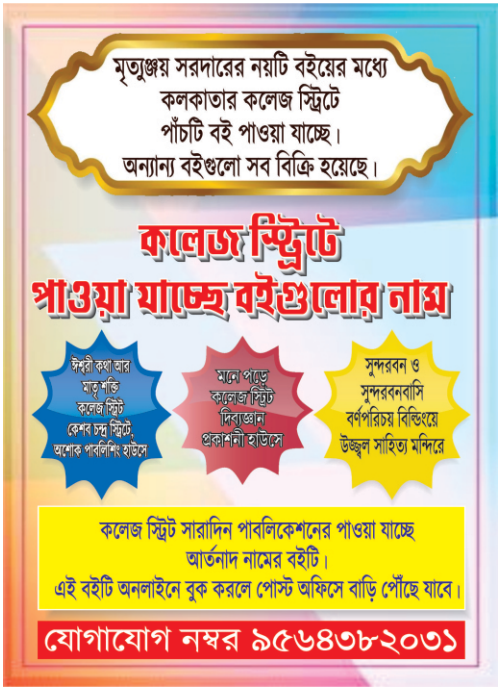

আলিপুর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে দাওয়াত-ই-ইফতার আয়োজন
হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা। আলীপুর প্রেস ক্লাব নতুন প্রশাসনিক ভবনের একটি সভাগারে আলবিদা জুমার দিন দাওয়াত-ই-ইফতারর আয়োজন করে। আলিপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি জগদীশ যাদব জানান, এই অনুষ্ঠানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সংবাদমাধ্যম কর্মীদের পাশাপাশি, চলচ্চিত্র ও জ্যোতিষ জগতের মানুষ এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ তাদের উপস্থিতি নিবন্ধন করেছিলেন। আলিপুর প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি মুস্তাফিজ হাশমি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। আইজেএ-এর শাহজাহান সিরাজ এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। অন্যদিকে, আলিপুর প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি শঙ্কর হালদার, সহ-সভাপতি (সাধারণ) নকুল কুমার মণ্ডল, সম্পাদক (সদর) ওবায়দুল্লাহ লস্কর, সম্পাদক (ক্রীড়া/স্বাস্থ্য) জাকির আলী, সম্পাদক (সমাজকল্যাণ) সমীর দাস, কোষাধ্যক্ষ জয়দীপ যাদব সহ উপদেষ্টা দিবাকর দত্ত, মো. জহির, অরিজিৎ সাহা, সিদ্ধার্থ, মোহাম্মদ। ফারুখ, সিনিয়র সাংবাদিক বিপিনেশ পান্ডে এবং অন্যান্যরা তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

দমদম পার্কে পুলিশ-বিজেপি ধস্তাধস্তি, অবরুদ্ধ ভিআইপি রোড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দমদম: বিজেপির মিছিল ঘিরে তুমুল উত্তেজনা দমদম পার্ক এলাকায়। পুলিশ ও গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের বাকবিতণ্ডা, ধস্তাধস্তির ফলে অবরুদ্ধ ভিআইপি রোড। তীব্র যানজটে ভোগান্তির শিকার যাতায়াতকারীরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যানচলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে বলেই দাবি পুলিশের।এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। দমদম পার্ক এলাকায় রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে

এরপর ৪ পাতায়

বাড়াবাড়ি করলে মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দেব', অক্সফোর্ড কাণ্ডের আঁচ এবার দিনহাটায়!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাড়াবাড়ি করলে মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দেব'। অক্সফোর্ড কাণ্ডের এবার কোচবিচারের দিনহাটায়! এসএফআই নেতা কর্মীদের টিএমসিপি নেতার হুমকি, 'আমরা হাট গুটিয়ে নিলে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবেন না'। তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।ঘটনাটি ঠিক কী? অক্সফোর্ডের অনুষ্ঠানেও বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসা, আরজি করের ঘটনা, এমনকী টাটা বিদায়ের প্রসঙ্গ। কেলগ কলেজে তখন ভাষণ দেওয়ার সময়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় মুখ্যমন্ত্রীকেও। ঠান্ডা মাথাতেই অবশ্য পরিস্থিতি সামাল দেন তিনি। মমতা বলেন, 'আপনার দলকে আরও শক্তিশালী হতে বলুন। সাম্প্রদায়িক লোকেদের

বিরুদ্ধে লড়তে বলুন। আমার সঙ্গে লড়াই করবেন না।' বিক্ষোভকারীদের বার্তা, 'আমাকে অপমান করছেন করুন। দেশকে অপমান করবেন না'।

দিনহাটার কলেজে টিএমসিপি নেতা আমির আলম বলেন, 'আমি সিপিএম ভাইদেরকে বলতে চাই, আমরা যখন মারতে শুরু করব, তখন পশ্চিমবঙ্গের কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুব সাবধানে, যতটুকু ছাড় দেওয়া হয়েছে, আপনার সেইভাবে চলাফেরা করুন'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'যদি বেশি বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করেন, মেরে একদম ঘরে ঢুকিয়ে দেব'।

চুপ করে থাকেনি এসএফআই-ও। সংগঠনের নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের পাল্টা হুঁশিয়ারি, 'এটা ২০২৫। এটা খেয়াল রাখবেন, প্রশ্ন করার জন্য যদি নতুন করে পশ্চিমবঙ্গে একজন SFI কর্মীর গায়েও হাত ওঠে, তাহলে বাংলাজুড়ে আগুন জ্বলবে। বাংলাজুড়ে SFI কর্মীরা, এই রাজ্যের ছাত্ররা তরুণ প্রজন্ম সামগ্রিকভাবে রাজ্য সরকার বিরোধী আন্দোলনে নতুন গতি নিয়ে নামবে'।

(১ম পাতার পর)

হিন্দুদের জন্য কোনও কাজ করেছেন?' লন্ডনে প্রশ্নের মুখে মমতা

কোনওকিছু বাদ গেল না। নানা প্রশ্ন ছুটে এল কেলগ কলেজে বক্তৃতা দিতে যাওয়া বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দিকে। রাজ্য ছাড়ার ১৭ বছর পর লন্ডনের মাটিতে ফিরল বাংলার সিঙ্গুর প্রসঙ্গ। তাও আবার ৮ হাজার কিলোমিটার দূরে সুদূর লন্ডনে। এখানেই শেষ নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হল 'হিন্দুদের জন্য কোনও কাজ ?'

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। ধর্ম টেনে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ চলছে বিধানসভা চত্বরেও। ধর্ম ইস্যুতে চড়ছে রাজ্য রাজনীতির পারদ। আর তারই রেশ পড়ল টেমস-পাড়ে ! মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনতে হাজির এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসলেন, হিন্দুদের জন্য কোনও কাজ?

হাল আমলে বাংলার রাজনীতির দিকে চোখ রাখলেই স্পষ্ট যে, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বাংলা দখলে হিন্দুত্বকেই মূল হাতিয়ার করে এগোচ্ছে বিজেপি। আর সেই প্রচারকে কটাক্ষ করে পাল্টা আক্রমণে নেমেছে তৃণমূলের আইটি সেল। ধর্মের ধ্বজা তুলে রাজনীতির পারদ তুঙ্গে। এই সময় রাজ্যের বাইরে, এমনকী দেশের বাইরে গিয়েও সেই ধর্ম নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে । বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যেখানে কয়েকজনকে হিন্দুদের নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে। এক জন প্রশ্ন করেন, হিন্দুদের জন্য কোনও কাজ করেছেন? তখন তিনি বলেন, 'আমি সবার জন্য। আমি সবার জন্য। আমি হিন্দু, মুসলিম, শিখ, সাঁই, সকলের জন্য। আমি সবার। আমি একতার পক্ষে। '

এই ঘটনার জল গড়িয়েছে বাংলা অবধি। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'পুরো হিন্দুসমাজ, তাদের মধ্যে এই প্রশ্ন আজকে জেগেছে...মুখ্যমন্ত্রী বলছেন উনি সবার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সবার জন্য নন, তিনি শুধু তিরিশ শতাংশের জন্য।' সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও শেয়ার করে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য লিখেছেন 'যখন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে, তখন সারা বিশ্বের হিন্দু তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে ...হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ' বিজেপির কয়েকজন নেতা তারা এই সমগোত্রীয়। যারা কুৎসা করে, বাঙালির প্রতি অন্যদের নিন্দা করে, অন্যদের উৎসাহিত করে। 'সব মিলিয়ে ব্রিটেনে হিন্দু-প্রশ্নের আঁচে তপ্ত বঙ্গের রাজনীতি।

(১ম পাতার পর)

কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচনে ধুন্ধুমার

বছরের সভাপতি তিনি। বাংলার ২৪টি সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে এটিই প্রথম। বার্ষিক ১.৩৫ কোটি টাকা লেনদেন হয় এই ব্যাঙ্কে। শনিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। দুপুর ২টো পর্যন্ত চলে ভোটাভুটি। আধঘণ্টা বিরতির পর শুরু হবে ভোটগণনা। মোট ৭৮টি আসন। তার মধ্যে ১৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল। বাকি আসনগুলির জন্য ভোটাভুটি হয়। মোট ভোটার ৫৮ হাজার ১৫৩ জন। ১৩টি কেন্দ্রে চলে ভোটগ্রহণ।রামনগর কলেজের ভোটকেন্দ্রে বেশ কয়েকজন ভোটার আধার কার্ড-সহ বেশ কয়েকটি পরিচয়পত্রের জেরক্স কপি নিয়ে ভোট দিতে যান।পুলিশ তাঁদের আসল পরিচয়পত্র দেখাতে বলেন। জেরক্স কপি নিয়ে ঢুকতে বাধা দেন। তারই প্রতিবাদ করেন অখিল গিরি। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। বিধায়কের দাবি, সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে গাড়ি পাঠিয়ে ভুয়ো ভোটারদের ভোট দিতে আনা হচ্ছে। এর আগেও একাধিক ভোটার জেরক্স কপি নিয়ে ভোট দিতে আসেন। কিন্তু পুলিশ কাউকে বাধা দেয়নি বলেই অভিযোগ। কেন পুলিশ এভাবে ভোটারদের ঢোকাচ্ছে, তা নিয়ে শুরু হয় বচসা। কথা কাটাকাটি চলার সময় পুলিশ অখিল গিরিকে ধাক্কা দেয় বলেই অভিযোগ। তাতে ছিটকে পড়ে যান। হাতে চোট পান অখিল গিরি। দলীয় কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে উদ্ধার করেন। হাতে বরফ লাগিয়ে দেওয়া হয়।

শুধু রামনগরই নয়। এর আগেও একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকেই অশান্তির খবর পাওয়া গিয়েছে। কাঁথি পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর তাপস দলাইয়ের অভিযোগ, "ভোটারদের থেকে ভোটার কার্ড এবং স্লিপ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখছে। তা সত্ত্বেও কিছুই বলছে না। মারধর করা হচ্ছে। আমি কাউন্সিলর তাও মারছে। ঠ্যালাঠেলি করছে। একটা সমবায় নির্বাচনে এসব করছে। ভবিষ্যতে কী করবে কে জানে!" যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেন কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি। তিনি বলেন, "চোরের মায়ের বড় গলা। মানুষ নেই, জনবল নেই, ভোটার নেই। এখন পিঠ বাঁচাতে হবে। তাই শুভেন্দু অধিকারীর চ্যালারা এসব করছেন। হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছে। তাই একটাই কাজ হাওয়া গরম করুন।"

বিদেশে টেক সাপোর্টের নামে প্রতারণার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা: বিদেশে টেক সাপোর্টের নামে প্রতারণার অভিযোগ। ৬৭ লক্ষ টাকার পর এবার সল্টলেকের বেআইনি কল সেন্টারের মালিকের বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার হল প্রায় ৩ কোটি ৩ লক্ষেরও বেশি নগদ। বাজেয়াপ্ত করা হল বিপুল পরিমাণে গয়নাও।কিছুদিন আগেই, সেক্টর ফাইভের টেক পার্ক বিল্ডিংয়ের ২২ তলার এক অফিস থেকে ৬৭ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা দল। এ ছাড়াও, অভিযুক্ত কল সেন্টার মালিকের বাড়ি থেকে আরও ৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়।গ্রেফতার করা হয় অবিনাশ সহ ৩ সন্দেহভাজনকেও। শুক্রবার, সেই মালিকের বাড়িতেই ফের হানা দিয়ে উদ্ধার করা হয় এই বিপুল পরিমাণে টাকা।পুলিশ সূত্রে দাবি, শুধু এই রাজ্যে সীমাবদ্ধ নয় এই প্রতারণার চক্র।ভিনরাজ্যেও ছড়িয়ে তার জাল।এখন গোটা ঘটনা জানতে জারি থাকবে তদন্ত।টাকা গুনতে আনা হয় মেশিনও। কলকাতার বুকে, সল্টলেকের এক বেআইনি কল সেন্টারের মালিকের বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার হল প্রায় ৩ কোটি ৩ লক্ষেরও বেশি টাকা। সঙ্গে উদ্ধার ২০০ থেকে ৩০০ গ্রামের গয়নাও। পুলিশ সূত্রে খবর, বিদেশে টেক সাপোর্টের নামে প্রতারণার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত এই বাড়ি থেকে। বিটকয়েন ও বিভিন্ন গিফট কার্ডের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হতো প্রতারিতদের কাছ থেকে।

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ডি সি ডি ডি আইপিএস কুলদীপ সুশীল সোনওয়ানি বলেন, বহুদিন ধরেই চলছিল এই চক্র, এর আগেও এর মালিকের অফিস থেকে উদ্ধার হয়...।' পুরনো এক অভিযানের সূত্র ধরে শুক্রবার, চিনারপার্কে অভিযুক্ত এই কল সেন্টারের মালিক অবিনাশ জয়সওয়ালের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে, চিনারপার্কের ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিছু খুঁজে না পেলেও, বাড়ির বেশ কিছু আসবার দেখে সন্দেহ জাগে। নজরে আসে একটি বিশেষ দরজার আড়ালে একটি গোপন কুঠুরি। তল্লাশি চালাতেই সেখান থেকে বের করে আনা হয় ৩টি ট্রলি।ট্রলি খুলতেই বেরিয়ে পড়ে রাশি রাশি টাকা।

সম্পাদকীয়

অশান্তির ছক, পোস্টারে হিংসা ছড়ানোর ষড়যন্ত্র', রামনবমী নিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্কবার্তা পুলিশকর্তাদের

রামনবমীতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির ছক তৈরি হচ্ছে, পোস্টারে হিংসা ছড়ানোর ষড়যন্ত্র চলছে। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দিলেন দুই পুলিশকর্তা। জানিয়ে দিলেন, 'কেউ কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। ভয়ও পাবেন না। তবে খুব সতর্ক থাকুন। কোথাও কোনও অশান্তি হতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানান।আগামী ৬ এপ্রিল রামনবমী। ওই সময়ে রাজ্যে অশান্তি ছড়াতে পারে, সেই মর্মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সতর্ক করেছিলেন রাজ্যবাসীকে। বিশেষত সীমান্তবর্তী এলাকার জনতা ও প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন তিনি। এরই মধ্যে মালদহের মোথাবাড়ি, হাওড়ার শ্যামপুর থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি ছড়ানোর খবর মিলেছে। আর সেই কারণে এবার রাজ্য পুলিশও সতর্কতা জারি করল।গোপন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি, কিছু শক্তি অশান্তি ছড়ানোর পরিকল্পনা করছে। পোস্টার থেকে প্ররোচনা তৈরি হতে পারে। এদের থেকে সাবধান। পুলিশও যথেষ্ট সতর্ক আছে।”

শনিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন আইজি (এডিজি), আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম এবং দক্ষিণবঙ্গের এডিজি সুপ্রতিম সরকার। জাভেদ শামিম শুরুতেই জানান, ”সামনে রাজ্যে উৎসবের মরশুম। ইদ আছে, রামনবমী আছে। এই সময়ে রাজ্যের সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করতে অশান্তির ছক করছে কিছু কিছু গোষ্ঠী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঘৃণা ছড়ানোর পরিকল্পনা হচ্ছে। পুলিশ অত্যন্ত সতর্ক। আপনাদেরও সবাইকে সাবধানে থাকার অনুরোধ করছি। কোনও প্ররোচনা কিংবা গুজব শুনে উত্তেজিত হবেন না। নিজেদের এলাকার উপর নজর রাখুন। বেগতিক কিছু দেখলেই পুলিশকে জানান। পুলিশ ২৪ ঘণ্টা আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। এখানকার পরিবেশ কেউ নষ্ট করতে পারবে না। যারা চেষ্টা করবে, তাদের রুখে দিতে হবে।”

এরপর দক্ষিণবঙ্গে এডিজি সুপ্রতিম সরকার বলেন, ”গোপন সূত্রে আমাদের কাছে খবর এসেছে, আসন্ন উৎসবের সময়ে এ রাজ্যে অশান্তির পরিকল্পনা চলছে। বিভিন্ন পোস্টারের মাধ্যমে উসকানি, প্ররোচনা দেওয়ার ছক হচ্ছে। পুলিশ সতর্ক আছে। শ্যামপুরে এমন একটি অশান্তির খবর পেয়েছি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪টি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা করছে কেউ কেউ। বিশেষত রামনবমীকে টার্গেট করা হয়েছে বলে আমরা খবর পাচ্ছি। আপনারা কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না। নিজেরা শান্তিতে থাকুন, অযথা ভয় পাবেন না। তবে কোথাও কারও কাজে সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিন।”

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

'মনস' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে 'আপ' প্রত্যয় করে মনসা শব্দের ব্যুৎপত্তি । সুতরাং এই দিক থেকে মনসা মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পুরান বলেন – সর্প ভয় থেকে মনুষ্য দের উদ্ধারের জন্য পরম পিতা ব্রহ্মা কশ্যপ মুনিকে বিশেষ মন্ত্র বিশেষ বা বিদ্যা আবিস্কারের কথা বলেন । হয়তো এখানে বিষের ঔষধ আবিস্কারের কথা সেই সাথেও বলা হয় । কশ্যপ মুনি এই বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তখন তাঁর মন থেকে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। তিনটি কারনে দেবীর নাম হয় মনসা । সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

দমদম পার্কে পুলিশ-বিজেপি ধস্তাধস্তি, অবরুদ্ধ ভিআইপি রোড

শুরু করেন তাঁরা। তার ফলে ভিআইপি রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তীব্র যানজটের পরিস্থিতি তৈরি হয়। আটকে পড়ে গাড়ি, বাস। চরম ভোগান্তির শিকার হন যাতায়াতকারীরা। ওই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যানচলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টায় পুলিশ ।রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির অভিযোগ তুলে শনিবার মিছিল করে বিজেপি।লেকটাউন থেকে শুরু হয় ওই মিছিল। দমদম পার্ক এলাকায় পৌঁছনোর সময় মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ। অভিযোগ, বাধা উপেক্ষা করে এগনোর চেষ্টা করেন মিছিলকারীরা। বাধা দেওয়ার ফলে পুলিশের সঙ্গে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। মিছিলকারীদের একাংশের দাবি, মহিলা কর্মীদের বাধা দেওয়ার জন্য মহিলা পুলিশকর্মী ছিলেন না। পুলিশ তাদের পোশাক ছিঁড়ে দেয় বলেই অভিযোগ।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই তার ভাইদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার পরিকল্পনা করলেন । অধিক শক্তি লাভের জন্য তিনি বন্মভা তপস্যা বসলেন তার তপস্যা সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন । তিনি তাকে বর চাইতে বললেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৩০ মার্চ মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড় সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৩০ মার্চ মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড় সফরে যাচ্ছেন। নাগপুরে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিপদ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে স্মৃতি মন্দির ও দীক্ষাভূমি দর্শন করবেন। স্মৃতি মন্দিরে আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতাদের এবং দীক্ষাভূমিতে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তিনি।

নাগপুরে মহাদেব নেত্রালয় প্রিমিয়াম সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই সুপার স্পেশালিটি চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রটি গুরুজি শ্রী মাধব রাও সদাশিব রাও গোলওয়ালকরের স্মৃতিতে ২০১৪ সালে গড়ে উঠেছে। নতুন সেন্টারে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল, ১৪টি বহির্বিভাগ এবং ১৪টি মডিউলার অস্ত্রপচার কেন্দ্র থাকবে। একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

প্রধানমন্ত্রী নাগপুরে সোলার ডিফেন্স অ্যান্ড এরোস্পেস লিমিটেডের লয়টারিং মিউনিশন টেস্টিং রেঞ্জ ও রানওয়ের উদ্বোধন করবেন।

সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী যাবেন বিলাসপুরে। সেখানে তিনি ৩৩,৭০০ কোটি টাকা মূল্যের একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করবেন। এক জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ছত্তিশগড়কে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী এনটিপিসি-র সিপাত সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের তৃতীয় পর্যায়ের শিলান্যাস করবেন। এরজন্য ৯,৭৯০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। ছত্তিশগড় রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী লিমিটেডের প্রথম সুপার ক্রিটিক্যাল থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পের (২x৬৬০ মেগাওয়াট) সূচনা করবেন তিনি। পশ্চিমাঞ্চল প্রসার প্রকল্পের আওতায় ৫৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পাওয়ার গ্রিডের ৩টি বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

নেট-জিরো কার্বন নির্গমন অর্জন, বায়ু দূষণ কমানো এবং দূষণমুক্ত জ্বালানীর যে লক্ষ্য ভারত নিয়েছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রধানমন্ত্রী ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের একটি পাইলপালন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী ১০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ৭টি রেলপ্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। ১১১ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩টি রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

কর্মীদের মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কেন্দ্র নানাবিধ প্রকল্পের রূপায়ণ করছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পরিসংখ্যান ও কর্ম রূপায়ণ মন্ত্রক বার্ষিক-ভিত্তিতে জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত কর্মসংস্থানের চিত্র প্রকাশ করে থাকে। ২০১৭-১৮ থেকে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশে বাৎসরিক হিসেবের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে। ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর দেশ জুড়ে কর্ম ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রসারে উদ্যোগ নিচ্ছে। স্টার্টআপ – এর যে রূপান্তরমূলক সক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচি যোগাচ্ছে। মহিলা দ্বারা পরিচালিত উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য জায়গা পাচ্ছে। স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ৭৩ হাজারেরও বেশি সরকারি সহায়তায় এই জাতীয় স্টার্টআপ চলছে, যেখানে অন্ততপক্ষে একজন মহিলা অধিকর্তা রয়েছেন।

বার্ষিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২১-২২ এ কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ যেখানে ছিল ৩২.৮ শতাংশ, ২০২৩-২৪ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১.৭ শতাংশে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলাও সরকারের লক্ষ্য। সেদিকে তাকিয়ে ৯০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে বর্তমানে ১০ কোটি মহিলা যুক্ত রয়েছেন, যা গ্রামীণ অর্থনৈতিক মানচিত্রে রূপান্তর ঘটাচ্ছে। এছাড়াও সরকার গ্রামাঞ্চলে নমো ড্রোন দিদি, লাখোপতি দিদির মতো নানা উদ্যোগ নিয়েছে মহিলাদের কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। উইমেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ন্যাশনাল ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, রিজিওন্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট – এর মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে এই প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ প্রকল্প মহিলাদের দক্ষতা বিকাশ এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে সহায়তা করছে। মহিলাদের কাজের পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি ; শিশুদের দেখাশোনা এবং সম মজুরির কথা শ্রম আইনে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে, শ্রম মন্ত্রক কর্মস্থলে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে নিয়োগকর্তাদের পরামর্শ দিয়েছে। ২০২৪ সালে জানুয়ারি মাসে জারি করা এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য কর্মস্থলে নারী-পুরুষ কর্মী সমতা বজায় রাখা।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন নারী ও শিশু বিকাশ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুর।

চিনের পাতা ফাঁদেই পা দিল বাংলাদেশ? বিপদ বাড়ালেন ইউনূসই, সাড়ে সর্বনাশ হল বলে..

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

চিন সফরে গিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। বৈঠক করেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে। এই নিয়ে হইচই বাংলাদেশে। উচ্ছ্বাসের শেষ নেই, প্রেস সচিবও বলছেন, দারুণ সফল হয়েছে এই বৈঠক। কিন্তু বাংলাদেশের অন্দরেই তৈরি হয়েছে এক চোরা স্রোত। জিনপিং-ইউনূসের এই বৈঠক নিয়ে নেতিবাচক সুর শোনা গেল।তিস্তা ইস্যু নিয়ে কেন ইউনূস সরকার সওয়াল করল না, তা নিয়েও প্রশ্ন করেন। বলেন, "চিনকে মঙ্গলা বন্দর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিন বহুদিন ধরে চেষ্টা করছিল। নিজে বন্দর করছে, সমুদ্রে স্ট্রিং অব পার্লস তৈরি করতে চাইছে। শেখ হাসিনা জানুয়ারি মাসে ভারতকে মঙ্গলা পোর্ট দেওয়ার কথা বলেন। চিন যে মঙ্গলা বন্দরে বিনিয়োগ করবে, এটা নতুন কিছু নয়। এতে ক্রেডিট নেওয়ার কিছু নেই। তিস্তা নিয়ে কেন কথা হল না। বিএনপির নেতা যখন চিনে গিয়েছিলেন, তখনও তিনি তিস্তা প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলেছিলেন। আসলে সরকার চাইছে না। প্রধান উপদেষ্টা ভারতে যেতে চেয়েছেন, সেটা ভারত খারিজ করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে অনেক ভারতীয় রয়েছে বলেই হয়তো। চিনের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি।"বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান মহম্মদ ইউনূসের এই চিন সফর নিয়ে বলেন, "এতে উচ্ছসিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমি মনে করি ইউনূস সরকারের আরও অনেক কিছু করার ক্ষমতা ছিল, তার তুলনায় অনেক কম করেছেন।"

চিনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সমঝোতা খুবই সাধারণ বিষয়। পাঁচটি যৌথ ঘোষণা হয়েছে। প্রেস সচিব বলেছেন যে অত্যন্ত সফল আলোচনা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল বাংলাদেশে চিনা উৎপাদন বাড়ানো ও ঋণের সুদের হার হ্রাস। ২.১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চিন। ৪০০ মিলিয়ন ডলার দেবে মঙ্গলা বন্দর উন্নয়নের জন্য।"

তবে এই টাকা কি আদৌ পাবে বাংলাদেশ? আর টাকার প্রলোভনে পড়ে বিপদ ডেকে আনছে না তো? চিনের ঋণের ফাঁদ নিয়ে সতর্ক করে জাহেদ উর রহমান বলেন, "চিনের ঋণ আদতে খুব কমই আসে। শেষ হাসিনার সময়েও আমরা বড় বড় ঋণের কথা শুনেছি কিন্তু ৯ বছরে প্রতিশ্রুতি অর্থের মাত্র ২৫ শতাংশ এসেছে। ২০২৮ সাল পর্যন্ত চিনে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। বাংলাদেশ এখনও চিনে ১ বিলিয়ন ডলার রফতানির মার্ক ছুতে পারেনি। ফ্রি ট্যারিফ পেয়েও লাভ হয়নি। ইউরোপ-আমেরিকার মতো সুবিধা এটা নয়। সেখানে জামাকাপড় রফতানি করা যায়। চিনের ক্ষেত্রে তা নয়।

চিন কীভাবে ঋণের ফাঁদে ফাঁসায়, তা নিয়ে বলেন, "চিনের ঋণে গ্রেস পিরিয়ড পাওয়া গেলেও ফান্ড পেতেই আড়াই বছর সময় লেগে যায়। চিনও রাজি হয়েছিল ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ৩০ বছরে বাড়ানো হবে। কিন্তু চিন এবারও রাজি হয়নি।"

রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও চিনকেই দুষেছেন জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, "রোহিঙ্গা সঙ্কট আসলে চিনের জন্য হয়েছে। চিন ২০১৮ সালে শেখ হাসিনার সঙ্গে চুক্তি করেছিল যে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিতে হবে। তার বদলে চিন হাসিনাকে সাহায্য করে। চিন জুন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। এখন রাখাইল প্রদেশ আরাকান আর্মি দখল করে নিয়েছে। চিন এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারত।"

এক দেশ এক বন্দর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক 'এক দেশ এক বন্দর প্রক্রিয়া(ওএনওপি)' উদ্যোগ চালু করেছে। এর লক্ষ্য হল, ম্যাপিং এবং বন্দর প্রক্রিয়ার নিবন্ধীকরণ। এই উদ্যোগের সঙ্গে সব প্রধান বন্দরগুলি যুক্ত করে বন্দর শৃঙ্খল তৈরি করা ও নথিগুলির বিস্তৃত পর্যালোচনা করা। ওএনওপি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়ার সময় কমবে এবং পণ্য সরবরাহ ব্যয় হ্রাস পাবে। প্রধান বন্দরগুলিতে ওএনওপি উদ্যোগ চালু করার জন্য একটি পর্যালোচনা করা হয়। তাতে বন্দর নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।

বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক সমুদ্রক্ষেত্রে বন্দরগুলির দক্ষতা বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে নতুন বন্দর, টার্মিনাল এবং বার্থ উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এছাড়া সড়ক ও রেলপথের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পরিকাঠামোর উন্নয়ন।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র ক্ষেত্রে ভারতীয় বন্দরগুলিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক স্থানে পৌঁছে দিতে মন্ত্রক 'সাগর আঙ্কালন' নির্দেশিকা চালু করেছে।

লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এই তথ্য জানান।

সিনেমার খবর

অস্কার প্রয়োজন নেই, আমার কাছে জাতীয় পুরস্কারই যথেষ্ট: কঙ্গনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

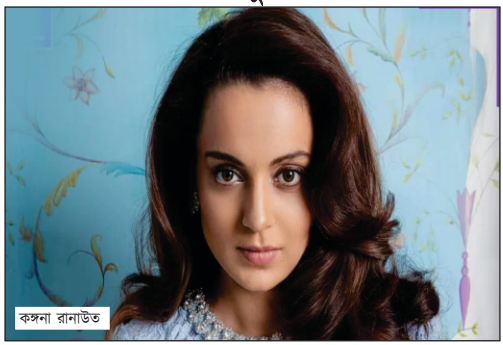
কঙ্গনা রানাউত

কঙ্গনা রানাউত মানেই যেনো বিতর্ক। কোনো রাখঢাক না রেখেই কথা বলা। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী তার 'ইমার্জেন্সি' সিনেমা নিয়ে মুখ খুলেছেন। ছবিটি গত সপ্তাহে জাতীয় স্তরের ওয়েব প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েই 'ট্রেন্ডিং ১' এ রয়েছে। এই ফলাফল দেখে এক অনুরাগী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনেত্রীকে জানিয়েছিলেন, ছবিটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারমঞ্চের প্রতিযোগিতায় যাওয়ার যোগ্য। তখনই কঙ্গনা জানান, তার ছবি জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হলেই খুশি তিনি।

পুরস্কারের বিষয়ে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কঙ্গনা লিখেছেন, 'অস্কারের পিছনে দৌড়নো ভীষণ বোকা বোকা! আমার কাছে জাতীয় পুরস্কার যথেষ্ট। 'ইমার্জেন্সি' জাতীয় সম্মান পেলেই আমি খুশি।' সকলে যখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিখ্যাত হওয়ার জন্য ব্যস্ত, তখনও ব্যতিক্রমী কঙ্গনা। তিনি ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ছবিতে কঙ্গনা সেই সময়কে তুলে ধরেছেন। পরিচালনার পাশাপাশি 'ইন্দিরা গান্ধী' চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন তিনি।

বলিউডে পা রাখলেন নুসরাত

নুসরাত জাহান।

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবার ভারতীয় সিনেমার তীর্থভূমি বলিউডে পা রাখার সুযোগ এসেছে নুসরাত জাহানের। কলকাতার জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীর অনেক সতীর্থ এরই মধ্যে বলিউডে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, পায়েল সরকার, পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্যসহ কয়েকজন শিল্পীর নাম; যারা এখনও কলকাতার সিনেমায় দাপটের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। এদিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলেন নুসরাত জাহান। সেই শিকেও ছিঁড়েছে। তবে কোনো সিনেমায় নয়, নুসরাতকে নির্বাচন করা হয়েছে একটি হিন্দি গানের মডেল হিসেবে কাজ করার জন্য। দেরিতে হলেও বলিউডে ডাক পাওয়ায় ভীষণ খুশি এই অভিনেত্রী।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, পাপনের গাওয়া 'হাত পে লেহেরায়ে কঙ্গন তেরা' শিরোনামে হিন্দি গানের ভিডিওতে দেখা যাবে নুসরাতকে। তাঁর বিপরীতে আছেন প্রিয়ঙ্ক শর্মা। ভিডিওটি পরিচালনায় রয়েছেন স্নেহা শেঠি কোহলি। টিপস মিউজিকের তরফে ভিডিওটি প্রযোজনা করেছেন কুমার তুরানি। মূলত এই প্রযোজকের আহ্বানে গানের ভিডিওতে অভিনয় করা বলে জানিয়েছেন নুসরাত।

তাঁর কথায়, টিপস মিউজিক সবসময় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে দর্শক-শ্রোতার কাছে নতুন কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করে। বড় এই ব্যানারে কাজ করতে পারা যে কোনো শিল্পীর জন্যই দারুণ সুযোগ।

দক্ষিণী নির্মাতার হাত ধরে খলনায়ক হয়ে ফিরছেন শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দক্ষিণী নির্মাতা অ্যাটলি কুমারের সঙ্গে ক্যারিয়ারের অন্যতম সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন বলিউড তারকা শাহরুখ খান। মাঝে এক বছরের বিরতি। এবার দক্ষিণের পুষ্পাখ্যাত নির্মাতা সুকুমারের সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছেন 'কিং খান'। এই সিনেমায় নাকি খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে বলিউড বাহশাহকে।

শাহরুখ খান

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সুকুমার গ্রামীণ রাজনৈতিক অ্যাকশন ড্রামা নিয়ে এক ছবি নির্মাণ করতে চলেছেন। এই ছবিতে শাহরুখকে খলনায়কের চরিত্রে দেখা যাবে। বৈষম্যের মতো সামাজিক সমস্যা ঘিরে ছবিটি নির্মাণ করা হবে।

সুকুমারের হাতে 'আরসি ১৭','পুষ্পা ৩' ও 'র‍্যাম্পেজ' ও এক রোমান্টিক ড্রামা ছবি আছে। এদিকে শাহরুখ ব্যস্ত থাকবেন 'কিং' ও 'পাঠান ২' নিয়ে।

শাহরুখ আর সুকুমারের জুটি দেখার জন্য সিনেমাপ্রেমীদের প্রায় দুই বছর মতো অপেক্ষা করতে হতে পারে।

শাহরুখকে শেষ বড় পর্দায় দেখা গেছে ২০২৩ সালে 'ডানকি' ছবিতে। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাপসী পান্নু। এই একই বছর কিং খানের 'পাঠান' ও 'জওয়ান' মুক্তি পেয়েছিল। এই দুই ছবি বক্স অফিসে রীতিমেতো ঝড় তুলেছিল।

আইপিএলে রেকর্ড গড়লেন ধোনি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

লড়াইটা ছিল দুই বড় তারকা মাহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলির মধ্যে। যে লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসলেন কোহলি। আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসকে তাদের ঘরের মাঠেই ৫০ রানের বড় ব্যবধানে হারালো রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। হতাশাজনক পরাজয় সত্ত্বেও বড় ব্যাটিং রেকর্ড গড়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের এমএস ধোনি।

শুক্রবার চিপক স্টেডিয়ামে তিনি নিচের সারিতে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৬ বলে অপরাজিত ৩০ রানের দ্রুতগতির ইনিংস খেলেন। এই ইনিংসে তিনটি চার এবং দুটি বিশাল ছক্কা ছিল। ঝড়ো ইনিংসের মাধ্যমে সুরেশ রায়নাকে ছাড়িয়ে আইপিএলের ইতিহাসে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন ধোনি।

এর পরও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে কাছে ৫০ রানে পরাজিত হয়েছে ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের।

আইপিএল ২০২৫ এর ৮ নম্বর ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ধোনি ১৬ বলে ৩০ রান করেন। অস্বাভাবিকভাবে ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে তিনি শেষ ওভারগুলোতে টেল-এন্ডারদের সঙ্গে ব্যাট করে এই রান তুলেছেন। এতে সুরেশ রায়নাকে ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। ধোনির বর্তমান রান সংখ্যা ৪ হাজার ৬৯৯। রায়না ৪ হাজার ৬৮৭ রান নিয়ে আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন।

চেন্নাইয়ের সামনে লক্ষ্য ছিল চ্যালেঞ্জিং, ১৯৭ রানের। ৮ উইকেটে ১৪৬ রানেই থেমেছে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দল। ২৬ রানে ৩টি আর ৯৯ রানে ৭ উইকেট হারানোর পর ধোনি ১৬ বলে হার না মানা ৩০ করলেও পরাজয়ের ব্যবধান কমাতে পারেনি চেন্নাই।

জস হ্যাজেলউড ২১ রানে নেন ৩টি উইকেট। এর আগে ৭ উইকেটে ১৯৬ রানের সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছিল বেঙ্গালুরু। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ফিল সল্টের মারমুখী ব্যাটিংয়ে ভালো সূচনা পায় তারা। ১৬ বলে ৩২ করে আউট হন ফিল সল্ট। ৫ ওভারে ৪৫ রান তোলে বেঙ্গালুরু।

এরপর ১৪ বলে ২৭ রানের ঝড় তোলেন দেবদূত পাডিক্কেল। বিরাট কোহলি অবশ্য টি-টোয়েন্টির ব্যাটিংটা করতে পারেননি। ৩০ বলে খেলেন ৩১ রানের ইনিংস। শুক্রবার চিপক স্টেডিয়ামে ১৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে চেন্নাই সুপার কিংস শুরুতেই রাহুল ত্রিপাঠি, ঋতুরাজ গায়কোয়াড় এবং রবীন্দ্র জাদেজার উইকেট হারায় জশ হ্যাজেলউডের দুর্দান্ত বোলিংয়ের ফলে। হ্যাজেলউড ৩ উইকেট নেন। যশ দয়াল এবং লিয়াম লিভিংস্টোনও দুটি করে উইকেট তুলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জয় নিশ্চিত করেন। চেন্নাই সুপার কিংস ২০ ওভারে ৮ উইকেটে মাত্র ১৪৬ রান তুলতে পারে।

৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ধোনি যে ঝড় তুলেছিলেন, তা দলকে জয়ের পথে ফেরাতে পারেনি। তার তিনটি চার এবং দুটি ছক্কা চিপকের দর্শকদের উচ্ছ্বাসে মাতিয়ে তুললেও, উপরের সারির ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা দলের পতন ডেকে আনে। রচিন রবীন্দ্র ৪১ রান করলেও, অন্যরা লক্ষ্যের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হন।

অন্যদিকে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু প্রথমে ব্যাট করে ১৯৬ রান তুলেছিল। রজত পতিদারের ৩২ বলে ৫১, ফিল সল্টের ১৬ বলে ৩২ এবং টিম ডেভিডের শেষের ৮ বলে ২২* (তিন ছক্কা) দলকে শক্তিশালী স্কোরে পৌঁছে দেয়। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে নূর আহমেদ ৩ উইকেট নিলেও, ব্যাটিং ব্যর্থতা তাদের হার নিশ্চিত করে।

এই জয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আরও শক্ত হয়েছে। যেখানে চেন্নাই সুপার কিংস ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেছে। ধোনির ব্যক্তিগত কীর্তি চেন্নাই সুপার কিংসের ইতিহাসে স্মরণীয় হলেও, দলের জন্য এই হার তাদের প্লে-অফের পথ কঠিন করে তুলেছে।

নিরাপত্তাজনিত কারণে পেছালো কলকাতা-লখনউ ম্যাচ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আগামী ৬ এপ্রিল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো কলকাতা নাইট রাইডার্স ও লখনউ সুপার জায়ান্টের। তবে ওই দিন রাম নবমী উৎসব ঘিরে ব্যস্ত থাকবে কলকাতার প্রশাসন। সে কারণে তাদের অনুরোধেই ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে দুই দিন।

নতুন সূচিতে কলকাতা-লখনউর ম্যাচ হবে ৮ এপ্রিল বিকেল চারটায়। ভেন্যু সেই ইডেন গার্ডেন্সই। রাম নবমী উপলক্ষে নিরাপত্তাকর্মীর ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সে কারণে কলকাতা পুলিশ ও ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআইকে অনুরোধ করে সূচি বদলের।

তাদের অনুরোধেই আইপিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে নতুন সূচি। এতে করে ৬ এপ্রিল (রোববার) হবে একটাই ম্যাচ। সেদিন বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় হায়দরাবাদে মুখোমুখি হবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও গুজরাট টাইটান্স। এর বদলে ৮ এপ্রিল ম্যাচ হবে দুটি। বিকেল চারটায় ইডেনে কলকাতা-লখনউ। ও রাত ৮টায় লুধিয়ানায় লড়বে পাঞ্জাব কিংস ও চেন্নাই সুপার কিংস।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR